যুগান্তর
প্রিন্ট: ২৭ জুলাই ২০২৫, ১২:৩০ পিএম

শিক্ষাঙ্গন

জাবিতে তৃতীয় বর্ষের ফলাফল ছাড়াই চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

জাবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ২৬ জুলাই ২০২৫, ০৭:০৮ পিএম

ফাইল ছবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ না করেই বিভাগের পক্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।

বুধবার (২৩ জুলাই) বিভাগের সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ রায়হান শরীফ এবং পরীক্ষা কমিটির সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক মন্ময় জাফরের যৌথ স্বাক্ষরে এ সময়সূচি প্রকাশ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী, কোনো বর্ষের পরীক্ষার ফলাফল ৭৫ কর্মদিবসের মধ্যে প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা শেষ হওয়ার প্রায় আট মাস অতিক্রম করলেও এখনো ফলাফল প্রকাশ করেনি বিভাগটি। এর মধ্যেই ৭ সেপ্টেম্বর থেকে চতুর্থ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরুর ঘোষণা দিয়েছে বিভাগ।

চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা জানান, ফলাফল ছাড়াই চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে হচ্ছে, যা তাদের জন্য মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ যদি তৃতীয় বর্ষের কোনো কোর্সে উত্তীর্ণ না হয়ে থাকে, তাহলে তার পক্ষে একসঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। এছাড়া কেউ মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিতে চাইলে সেটাও জটিল হয়ে উঠবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ছালেহ আহাম্মদ খান বলেন, বিভাগ চাইলে পরীক্ষার সময়সূচি দিতে পারে, তবে তৃতীয় বর্ষের রেজাল্ট প্রকাশের আগেই চতুর্থ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করার নিয়ম নেই। এছাড়া ফলাফল প্রকাশে দেরির প্রধান কারণ কিছু পরীক্ষকের খাতা জমা দিতে বিলম্ব করা। অনেক সময় পরীক্ষা কমিটির সভাপতির নিষ্ক্রিয়তাও এর জন্য দায়ী।

তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, একাধিকবার পরীক্ষকদের অনুরোধ করলেও তারা সময়মতো খাতা মূল্যায়ন করেননি। এমনকি একজন পরীক্ষক, যিনি কমিটির সদস্যও, তিনিও খাতা জমা দিয়েছেন সবার শেষে। প্রশাসনের উচিত এ বিষয়ে জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এক ব্যাচের ফলাফল বিলম্ব হলে তা আরও অন্তত তিনটি ব্যাচকে প্রভাবিত করে। ফলাফল বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আমার কিছুই বলার নেই।

এক শিক্ষার্থী জানান, এটা পুরোপুরি বিভাগের ব্যর্থতা। যদি কেউ তৃতীয় বর্ষে কোনো কোর্সে ফেল করে, তবে তাকে সেই কোর্সে পুনরায় পরীক্ষা দিতে হবে। এখন মাত্র এক মাস হাতে রেখে একই সঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের প্রস্তুতি নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

ইংরেজি বিভাগের সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ রায়হান শরীফের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, রোববার সরাসরি অফিসে কথা বলবেন।